নিজের সঙ্গে মনের কথা

আপনমনে কথা বলেন অনেকেই। তার ভাল-মন্দ তুলে ধরলেন মনোবিদ ডঃ অমিত চক্রবর্তী। শুনলেন পরমা দাশগুপ্ত

একা ঘরে বসে আছেন। অথচ কথা হচ্ছে। না, অন্য কারও সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গেই। আপনমনেই নিজের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন নিজের ভাবনা, চিন্তা, স্বপ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভাল লাগা, মনখারাপ— যাই হোক না কেন। নিজের সঙ্গে কথা বলে স্থির করছেন কোনও কাজ ঠিক হচ্ছে, নাকি ভুল। কারও সঙ্গে মনে মনে ঝগড়া করে উত্তর দিচ্ছেন নিজের মনেই। কিংবা খারাপ সময়ে হেরে যেতে না চেয়ে নিজেকে সাহস জোগাচ্ছেন নিজেই।

চেনা লাগছে তো? হয়তো আপনি নিজেই এমন করেন। কিংবা বাড়িতে অথবা চেনা কাউকে করতে দেখেছেন। বিষয়টা কিন্তু বেশ সাধারণ। অনেকেরই এমন অভ্যাস আছে। জ্ঞাতসারে অথবা অজান্তেই নিজের মনে কথা বলেন তাঁরা। শুধু বড়রা নয়, ছোটদেরও মাঝেসাঝে দেখা যায় এমন করতে।

কিন্তু মানসিক দিক থেকে এমন কাজ কি স্বাভাবিক?

মনোবিদ ডঃ অমিত চক্রবর্তী বলছেন, এ জিনিস মনের এক স্বাভাবিক অভ্যাস। তাঁর কথায়, "মানসিক স্বাস্থ্যের পরিভাষায় এর নাম সেল্ফ টক, যা আসলে বেঁচে থাকা বা টিকে থাকার একটা উপায় অর্থাৎ সার্ভাইভাল টেকনিক। এটাকে বলা যেতে পারে লাউড থিঙ্কিং বা জোরে জোরে চিন্তা করা। নিজেকে বাঁচানোর জন্য মানুষ এ জিনিস রপ্ত করে বেশ কম বয়সেই। আমি কোনটা করব, কোনটা করলে আমার ক্ষতি হতে পারে, কোনটা ঠিক বা ঠিক নয়, কার সঙ্গে কেমন আচরণ করব— মনের মধ্যে সেই আলোচনাগুলো চলতে থাকে সর্বদা। সেটাই অনেকে মনে মনে না করে জোরে কথা বলে ফেলে। এ জিনিস কমবেশি সকলের মধ্যেই থাকতে পারে।"

কাদের মধ্যে এমন প্রবণতা বেশি দেখা যায়? ডঃ চক্রবর্তীর মতে, যাঁদের মনে অনেকটা অ্যাংজাইটি বা উৎকণ্ঠা রয়েছে, অথবা অবসাদে বেশি ভোগেন, তাঁদের মনের মধ্যে দ্বন্দ্বও বেশি। সেই দ্বন্দ্ব কাটাতে চেয়ে তাঁরা নিজের সঙ্গে নিজে কথাবার্তাও বলেন বেশি।

নিজের সঙ্গে কথা বলার এই অভ্যাস ভাল না খারাপ? মানসিক ভাবে কি তা কোনও ক্ষতি করে দিতে পারে?

মনোবিদের আশ্বাস, এতে ক্ষতির আশঙ্কা নেই। বরং এই সার্ভাইভাল স্ট্র্যাটেজিকে ইতিবাচকই বলা চলে। "বিশেষত যাঁরা আপনমনে ইতিবাচক কথা বলেন, যেমন –এটা আমি পারবই কিংবা আমার ভাল হবেই অথবা যে কাজগুলো করতে হবে ঝালিয়ে নিচ্ছি, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা বেশ উপকারী অভ্যাস। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, কাজটাও ভাল হয়। তবে হ্যাঁ, খারাপ দিক নেই বলব না। নিজের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যাঁরা শুধু নেতিবাচক কথাই বলেন বা সমালোচনা করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা সমস্যার। যাঁদের উৎকণ্ঠা বেশি, কিংবা যাঁরা একটু বেশিই খুঁতখুঁতে, তাঁরা সমালোচনার পথেই হাঁটেন বেশি। আমার দ্বারা এটা হবে না, অন্যদের থেকে আমি খাটো, আমার চেহারা ভাল নয়— নিজেকে এই ধরনের কথাই বেশি বললে মনের জোর আরও কমে যায়। পারফর্ম্যান্স অ্যাংজাইটি বেশি থাকলে এই প্রবণতা বেশি হয়। এর কোনও ভাল দিক নেই।"

আসলে আপনমনে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে যা ঘটছে বা নিজের নিরাপত্তার দিকটা নিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন পড়ে। ডঃ চক্রবর্তীর কথায়, "প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা এবং যে জিনিস বা ইচ্ছেগুলো অবচেতনে থেকে যায়, চেতন ভাবে মনে করতে পারি না—সবই এই সেল্ফ টকে উঠে আসে। কোনও কাজ করব কি করব না, কোনও কিছু ভাল কি মন্দ, প্রতিশোধ নেব কি নেব না, কে বন্ধু বা শত্রু, কে নিজের বা পর—মনের মধ্যে যা কিছু দ্বন্দ্ব চলে, সবের নেপথ্যে যেমন প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থাকে, তেমন একটা অবচেতন মনের জায়গাও থাকে। সব কিছু মিলিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার অভ্যাস তৈরি হয়। এটা আমাদের সচেতন করে, সাবধান করে, ঠিক পথ বেছে নিয়ে সাহায্য করে। নিজের সঙ্গে কথা বলাটা খুব দরকার। প্রত্যেক মানুষকেই কখনও না কখনও করতে হয়। তবে ওই যে-- নেগেটিভ সেল্ফ টক, যা শুধুই মনোবল নষ্ট করে বা আত্মবিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দেয়, এগিয়ে যেতে বাধা দেয়, অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করে দুঃখ দেয়, তাতে বরং খারাপের ভাগটাই বেশি। এটা থেকে বেরোনো উচিত। কোনও না কোনও সময়ে প্রত্যেকে মানসিক ভাবে একটু একা হয়ে পড়ে, নিজের সঙ্গে একা সময় কাটাতেই হয়। সেই সময় কাটানোটা কেমন হবে, ক্ষতি করবে না ভাল, ঠিক পথে নিয়ে যাবে নাকি ভুল দিকে, সেটা নিজেকেই বুঝে এগোতে হবে। নেগেটিভ সেল্ফ টকে বাধা দেওয়ার পথ হল জোর করে সেটাকে আটকে দেওয়া, নিজের কথা নিজে শুনতে না চাওয়া। এটা নিজের হাতেই আছে। দরকারে খোলামনে কারও সাহায্য নেওয়া যায়। সে বাড়ির কারও হোক বা বন্ধুর।"

তবে হ্যাঁ, মনোবিদেরা এ-ও মনে করিয়ে দিচ্ছেন, সেল্ফ টক যদি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছয়, তখন বিষয়টা আর স্বাভাবিক থাকে না। কেউ যদি সর্বক্ষণ নিজের সঙ্গে কথা বলে, কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে যদি দু'ঘণ্টা নিজের সঙ্গে লড়াই করেই কাটিয়ে দিতে হয়, তবে সেটা কাজের কথা নয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই কারও সাহায্য নিয়ে এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। দরকারে চাই বিশেষজ্ঞের সহায়তা।

কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বা চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া অবশ্যই নিতে হবে?

ডঃ চক্রবর্তী বলছেন, "এক বিশেষ ধরনের মানসিক রোগে মানুষ বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা গুলিয়ে ফেলেন। তাঁরা হ্যালুসিনেশনে ভোগেন। তখন আর সেল্ফ টক নিজের সঙ্গে কথা বলায় সীমাবদ্ধ থাকে না। কাল্পনিক কারও সঙ্গে কথোপকথনের পর্যায়ে চলে যায়। হয়তো নিজের একটা মন নিজের কথা জানাচ্ছে, তাঁকেই রোগী অন্য লোকের কথা বলে মনে করেন— যেন অন্য লোকের কথা শুনতে পাচ্ছেন, তাঁর সাবধানবাণী শুনছেন, তাকে সত্যি বলে ভয় পেয়ে উত্তরও দিচ্ছেন। সেটা যে নিজেরই কথা, তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। এটা বড় রকমের একটা অসুখের চেহারা নেয়। এক্ষেত্রে খুব সাবধানতার সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা করা শুরু করতে হয়।"

মোদ্দা কথা, নিজের সঙ্গে কথা বলুন ভাল থাকতে। তবে তাতে খারাপ থাকছেন কিনা, সেটাও সচেতন থাকতে হবে আপনাকেই।

স্বাদবদলের সন্ধে

বিকেল হলেই খুচরো খিদে, বৃষ্টিভেজা দিনে ইচ্ছেটা আরও বাড়ে। স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস-এই হোক ইচ্ছেপূরণ। রইল সুস্বাদু রেসিপি

ওটস কাটলেট

উপকরণ: ১ কাপ ওটস, ১টি ছোট পেঁয়াজ (মিহি কুচি), ১টি ছোট টমেটো (বীজ ফেলে কুচি), ২টি কাঁচালঙ্কা কুচি, ২ টেবিলচামচ ধনেপাতাকুচি, ১ চা-চামচ আদাকুচি, আধ চা-চামচ ভাজা জিরেগুঁড়ো, আধ চা-চামচ গোলমরিচগুঁড়ো, ১ চা-চামচ চাট মশলা (ঐচ্ছিক), স্বাদমতো নুন, ১-২ টেবিলচামচ ওটসের গুঁড়ো বা ব্রেডক্রাম্বস (প্রয়োজনে), ১ চা-চামচ তেল

প্রণালী: প্রথমে একটি পাত্রে ওটস নিয়ে অল্প গরম জল দিয়ে ৮-১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। ওটস নরম হয়ে এলে অতিরিক্ত জল থাকলে ঝরিয়ে মিক্সিতে হালকা করে পেস্ট বানিয়ে নিন। একটি বড় পাত্রে ওটসের সঙ্গে পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, আদাকুচি, জিরেগুঁড়ো, গোলমরিচ, চাট মশলা ও নুন দিয়ে ভালভাবে মেখে নিন। মিশ্রণটি যদি বেশি নরম মনে হয়, তাহলে সামান্য ওটসের গুঁড়ো বা ব্রেডক্রাম্বস মেশাতে পারেন। এবার হাতে অল্প তেল মেখে গোল বা ডিম্বাকৃতি কাটলেট তৈরি করুন। এয়ার ফ্রায়ার ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রি-হিট করে কাটলেটগুলো সাজিয়ে দিন। উপরে সামান্য তেল ব্রাশ করে ১০-১২ মিনিট রান্না করুন। মাঝপথে একবার উল্টে দিলে দু'দিকই সুন্দর সোনালি ও মুচমুচে হবে। এয়ার ফ্রায়ার না থাকলে নন-স্টিক প্যানে অল্প তেলে ধীরে ধীরে সেঁকে নিন। ধনেপাতার চাটনি বা টক দইয়ের ডিপের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মুগ ডাল ও পালংশাকের পকোড়া

উপকরণ: ১ কাপ মুগ ডাল, ১ কাপ পালংশাক কুচি ১ চা-চামচ আদাবাটা, আধ চা-চামচ মৌরিবাটা, ২টি কাঁচালঙ্কা কুচি, ২ টেবিলচামচ ধনেপাতাকুচি, ১ চিমটে হিং, আধ চা-চামচ গোলমরিচগুঁড়ো, স্বাদমতো নুন, সামান্য তেল।

প্রণালী: মুগ ডাল ৪-৫ ঘণ্টা বা সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। জল ঝরিয়ে আদা ও সামান্য নুন দিয়ে মিক্সিতে বেটে নিন। এবার এতে পালংশাক, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, মৌরি বাটা, হিং, গোলমরিচ ও প্রয়োজনমতো নুন মিশিয়ে ভালভাবে নেড়ে নিন। এয়ার ফ্রায়ারের ট্রেতে হালকা তেল ব্রাশ করে ছোট ছোট পকোড়ার আকারে মিশ্রণটি সাজিয়ে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১০-১৫ মিনিট রান্না করুন। পুদিনা বা ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ডিমের তন্দুরি

উপকরণ: ৪টে সেদ্ধ ডিম, আধ কাপ জল ঝরানো টকদই, ১ চা-চামচ আদা-রসুন বাটা, ১ চা-চামচ তন্দুরি মশলা, ১ চা-চামচ কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, আধ চা-চামচ হলুদগুঁড়ো, আধ চা-চামচ গোলমরিচগুঁড়ো, ১ চা-চামচ সর্ষের তেল, স্বাদমতো নুন, সামান্য মাখন বা তেল

প্রণালী: প্রথমে সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে প্রতিটি ডিমের গায়ে ছুরি দিয়ে হালকা চিরে দিন, যাতে মশলা ভেতর পর্যন্ত ঢুকে যায়। একটি পাত্রে জল ঝরানো টকদই, আদা-রসুনবাটা, তন্দুরি মশলা, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, হলুদ, গোলমরিচ, সর্ষের তেল ও নুন মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার তাতে ডিমগুলো মাখিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। নন-স্টিক প্যানে সামান্য মাখন বা তেল গরম করে কম আঁচে ডিমগুলো চারদিক ঘুরিয়ে ৮-১০ মিনিট সেঁকে নিন।

চিকেন টিক্কা

উপকরণ: ২৫০ গ্রাম হাড়ছাড়া চিকেন, আধ কাপ জল ঝরানো টক দই, ১ টেবিল চামচ ছাতু, ১ চা-চামচ সর্ষের তেল, ১ চা-চামচ আদা-রসুন বাটা, আধ চা-চামচ হলুদ, ১ চা-চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আধ চা-চামচ গোলমরিচগুঁড়ো, ১ চা-চামচ চাট মশলা, আধ চা-চামচ গরম মশলা, স্বাদমতো নুন

প্রণালী: চিকেন ভালভাবে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। একটি বড় পাত্রে টক দই, ছাতু, সর্ষের তেল, আদা-রসুন বাটা, হলুদ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ, চাট মশলা, গরম মশলা ও নুন মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। চিকেনের টুকরোগুলো সেই মশলায় ভালভাবে মাখিয়ে অন্তত ২-৩ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে নন-স্টিক তাওয়াতে কম আঁচে সেঁকে নিন।

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড DCB BANK

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, টাওয়ার 'এ', পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই- ৪০০০১৩

দখল বিজ্ঞপ্তি

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের **(ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতাগণ)** প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত ও এখানে নীচের টেবিলে বর্ণিত অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৪(১) নং ধারা-সহ পঠনীয় ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৮ জুলাই, ২০২৬**তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি (স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দ্রষ্টব্য) নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও ধরনের লেনদেন এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:	২৪.১০.২০২৪
ঋণগ্রহীতা(গণ) ও সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম:	**মিঃ দীপঙ্কর আচার্য এবং মিসেস স্বাতী আচার্য**
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:	**DRBLHOW00547570**
মোট অনাদায়ী বকেয়া:	₹৯,৭৫,০২৪.০০ (নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চব্বিশ টাকা মাত্র), ২৪ **অক্টোবর, ২০২৪ অনুযায়ী**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকানঘরের সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মাপ ২০৪ বর্গফুট, প্রেমিসেস নং ১১/৪, অক্ষয় চক্রবর্তী লেন, পোঃ সাঁতরাগাছি, থানা শিবপুর, হাওড়া পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ২৫, জেলা হাওড়া। **চৌহদ্দি:** উত্তর: শ্রী অশোক কুমার দলুইয়ের সম্পত্তি; দক্ষিণ: অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব: ৪ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম : পুর রাস্তা (উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ)।

তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২৬ — **ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে**
স্থান: জলপাইগুড়ি — **অনুমোদিত আধিকারিক**

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড DCB BANK

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, টাওয়ার 'এ', পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই- ৪০০০১৩

দখল বিজ্ঞপ্তি

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের **(ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতাগণ)** প্রতি নীচে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত ও এখানে নীচের টেবিলে বর্ণিত অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৪(১) নং ধারা-সহ পঠনীয় ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি (স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দ্রষ্টব্য) নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও ধরনের লেনদেন এখানে নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্কের প্রেক্ষিতে ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:	০৭.০৫.২০২৬
ঋণগ্রহীতা(গণ) ও সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম:	**মেসার্স লোকনাথ প্যাকেজিং, চঞ্চল বিশ্বাস এবং শ্রাবন্তী বিশ্বাস**
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:	**08959200000903**
মোট অনাদায়ী বকেয়া:	₹১৩,১২,৯৫১.৪৯ (তেরো লক্ষ বারো হাজার নশো একান্ন টাকা এবং উপনপ্চাশ পয়সা মাত্র), **৭ মে, ২০২৬ অনুযায়ী**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: ৮ কাঠা, ৩ ছটাক, ১৫ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত নীলিমা হাইটস নামে বিল্ডিংয়ের সেকেন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং সি১ সংবলিত সম্পত্তির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৪২ বর্গফুট (যার প্রতিটির কভার্ড এরিয়া ৫৯৪ বর্গফুট), দাগ নং ৪৭৯ এবং ৪৮০, সি এস খতিয়ান নং ৯৬ এবং ১১২, আর এস খতিয়ান নং ১৬৩, ১৬৪ এবং ১৬৫, এল আর খতিয়ান নং ৩০৫ এবং ৫৩৫, মৌজা জুগবেড়িয়া, জে এল নং ২৯, আর এস নং ৭৭ ১/২, তৌজি নং ৩০২৭, পরগনা কলিকাতা, থানা ঘোলা, এডিএসআরও ব্যারাকপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা। **চৌহদ্দি:** উত্তর: খোলা আকাশ এবং সিঁড়ি; পূর্ব: ফ্ল্যাট নং সি২ এবং ৪ ফুট চওড়া প্যাসেজ; দক্ষিণ: খোলা আকাশ এবং ফ্ল্যাট নং সি২; পশ্চিম: খোলা আকাশ। (উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ)।

তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২৬ — **ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে**
স্থান: উত্তর ২৪ পরগনা — **অনুমোদিত আধিকারিক**

আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

বিজ্ঞপ্তি
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এস.ও.১৫৩৩(ই) তারিখ ১৪.০৯.২০০৬ অনুসারে, এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট** দ্বারা জেএল নং.১৭৫, ১৭৬, ১৭০, ১৬৯; মৌজা-বারাসাত, পূর্ব সাহাপুর, হাঁসপুকুর, কেলেদহ **পূর্ব বর্ধমান জেলার অধীন** কালনার এসটিকেকে রোড এবং গোবিন্দপুরে নদীয়া জেলার অন্তর্গত এনএইচ ১২ (পূর্বতন এনএইচ ৩৪)-এর মধ্যে ভাগীরথি নদীর উপর সংযোগকারী মেজর ব্রিজসহ ভায়াডাক্টস, আরওবিস, ইন্টারচেঞ্জেস, অন্যান্য মেজর ও মাইনর ব্রিজেস, গ্রেড সেপারেটরস ইত্যাদি নির্মাণ হেতু জনশুনানি **১৪.০৯.২০২৬** তারিখে **বেলা ১২টায়** সাব ডিভিশনাল অফিসারের কার্যালয়, কালনা সাব ডিভিশন, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গে ধার্য করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যিনি বা যাঁরা প্রভাবিত হতে পারেন বা সংযুক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আলোচ্য প্রকল্পের এক্সিকিউটিভ সামারির কপি (ইংরেজি ও বাংলা) দেখতে পারেন এবং ইআইএ/ইএমপি রিপোর্টের ড্রাফ্ট বা খসড়া নিম্নলিখিত কার্যালয়গুলিতে পাওয়া যাবে (১) জেলাশাসক, জেলা-পূর্ব বর্ধমান-এর কার্যালয় (২) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ডেভেলপমেন্ট)-এর কার্যালয়, পূর্ব বর্ধমান (৩) সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কার্যালয়, কালনা সাবডিভিশন, পূর্ব বর্ধমান (৪) ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, কালনা-২ ডেভেলপমেন্ট ব্লক (৫) জেনারেল ম্যানেজার, ডি.আই.সি., পূর্ব বর্ধমান-এর কার্যালয় (৬) সভাধিপতির কার্যালয়, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ (৭) সভাপতির কার্যালয়, কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতি, পূর্ব বর্ধমান (৮) প্রধানের কার্যালয়, সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত, পূর্ব বর্ধমান (৯) এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, দুর্গাপুর আঞ্চলিক কার্যালয়, শহিদ ক্ষুদিরাম সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩২১৬ (১০) পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রাণীসম্পদ ভবন, ৬ষষ্ঠ তল, এলবি-২, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬ (১১) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, ইন্টিগ্রেটেড রিজিওনাল অফিস, কলকাতা, আইবি-১৯৮, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬ (১২) পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর সদর কার্যালয়, পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক-এলএ, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬। এক্সিকিউটিভ সামারি, ড্রাফ্ট ইআইএ রিপোর্ট ও প্রকল্পের আবেদনপত্র পর্ষদের ওয়েবসাইট **www.wbpcb.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কার্যাবলীর দরুন স্থানীয়ভাবে প্রভাবিত হতে পারেন এরূপ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সাব ডিভিশনাল অফিসারের কার্যালয়, কালনা সাব ডিভিশন, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গে **১৪.০৯.২০২৬ তারিখে বেলা ১২টায়** অনুষ্ঠেয় জনশুনানিতে অংশ নিতে পারেন। জনশুনানির সভায় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ/আপত্তি মৌখিক অথবা লিখিতভাবে জানাতে পারেন। প্রকল্প অথবা কার্যাবলীর পরিবেশগত দিক থেকে প্রভাবিত হবার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে এরূপ অন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লিখিত আকারে তাঁর পরামর্শ/আপত্তি জনশুনানির তারিখের পূর্বে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (ইআইএম সেল), পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক-এলএ, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬-এর কাছে জানাতে পারেন।

সদস্য সচিব
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Aadhar Housing Finance Ltd

কর্পোরেট অফিস: অফিস নং ৫০১ ও ৫০৩, ৫ নং ফ্লোর, লাইটব্রিজ, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই সাবার্বান (জেলা), মহারাষ্ট্র-৪০০০৭২
ব্যারাকপুর ব্রাঞ্চ অফিস: ফ্ল্যাট নং ১-এ, বাড়ি নং ৩১ (৭) ফার্স্ট ফ্লোর, পুষ্পাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, বারাসত রোড, ওয়ার্ড নং ৩, ২য় লেন, বিধানপল্লী, প্যানাসিয়া নার্সিং হোমের নিকটে, ব্যারাকপুর জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২২।

ই-নিলাম — বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি, **আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**-এর অনুমোদিত আধিকারিক যেগুলির দখল নিয়েছেন, **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যেগুলির ওপর কোনও দায় জানা নেই এবং সম্পত্তিগুলি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও অর্থাঙ্ক	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি)	বায়না জমা (ইএমডি) (আরপি'র ১০%)	দখলের প্রকৃতি
(লোন কোড নং ০৬২০০০০১১১৩; ব্যারাকপুর ব্রাঞ্চ) সুপ্রিয়া পাল (ঋণগ্রহীতা), তাপস পাল (সহ-ঋণগ্রহীতা), মধুসূদন পাল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১১-জুলাই-২৪ ₹৭৬০৯২১/-	৩ নং ফ্লোরে অবস্থিত "বন্ধন হাউজিং কমপ্লেক্স" নামের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ০২-এর সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার পরিমাপ কমবেশি ৫৯৬ বর্গফুট (কাভার্ড এরিয়া) ও ৭৭৫ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ), যা ৬ কাঠা ১২ ছটাকের ওপর অবস্থিত, মৌজা- চন্দননগর, জে.এল নং ১, শিট নং ১১, আর.এস দাগ নং ১৮১, এল.আর দাগ নং ৮৩৬, আর.এস খতিয়ান নং ১১৭, এল.আর খতিয়ান নং ৫১২-তে অবস্থিত, চন্দননগর পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং ২৮৮/৪৩, ওয়ার্ড নং ১৮, চন্দননগর থানার অধীনে, জেলা- হুগলি। সীমানা:- পূর্বে: খোলা, পশ্চিমে: ফ্ল্যাট নং ১, উত্তরে: সিঁড়ি ও সাধারণ চলাচলের পথ, দক্ষিণে: খোলা	₹৯,৪৮,৬০০/- (নয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছশো টাকা মাত্র)	₹৯৪,৮৬০/- (চুরানব্বই হাজার আটশো ষাট টাকা মাত্র)	বাস্তবিক

১. ইএমডির ডিমান্ড ড্রাফ্ট, কেওয়াইসি, টেন্ডার ফর্ম এবং শর্ত ও নিয়মাবলি গ্রহণের ফর্ম (টেন্ডার নথি) সর্বশেষ **২৪ আগস্ট, ২০২৬** বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে উল্লিখিত ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানায় জমা দিতে হবে অথবা এগুলি **https://bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে আপলোড করে দিতে হবে। শেষ তারিখের পরে জমা পড়া টেন্ডার নথিগুলি অবৈধ বিবেচিত হবে এবং সেইমতো এগুলি বাতিল করা হবে। ইএমডি-র ওপর কোনও সুদ পাওয়া যাবে না।
২. **https://bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তিগুলির জন্য বিড/অফার খোলার তারিখ **(নিলামের তারিখ) হল ২৫ আগস্ট, ২০২৬, বিকাল ৩টা থেকে বিকাল ৪টা।**
৩. ওপরে বর্ণিত সম্পত্তির ওপর কোনও দায় বিদ্যমান থাকলে তার জন্য এএইচএফএল দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি(গুলি) 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' ও 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে নিলাম করা হচ্ছে।
৪. ডিমান্ড ড্রাফ্ট কেবলমাত্র 'Aadhar Housing Finance Limited'-এর অনুকূলে হতে হবে।
৫. https://bankeauctions.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র **'অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'**-এর মাধ্যমে নিলাম/ দরাদরি অনুষ্ঠিত হবে। ই-নিলাম বিক্রি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইটে দেওয়া শর্ত ও নিয়মাবলি ভালভাবে পড়ে নেওয়ার জন্য বিডারদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৬. **https://bankeauctions.com/registration/signup** লিঙ্কের মাধ্যমে **মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের** পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করে নিতে হবে এবং এখান থেকেই তাঁরা বিনামূল্যে তাঁদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেয়ে যাবেন। **https://bankeauctions.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই সম্ভাব্য বিডাররা সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের থেকে ই-নিলামের ওপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।
৭. আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক **বিক্রান্ত কুমার- ৯০০৭০১৭৫৬৫** অথবা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স সি ১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর শ্রী প্রভাকরণ, মোবাইল নং: +৯১-৭৪১৮২-৮১৭০৯, ই-মেল: tn@c1india.com ও support@bankeauctions.com, ফোন নং +৯১৭২৯১৯৮১১২৪/২৫/২৬-এ যোগাযোগ করুন। আজকের তারিখ পর্যন্ত, উপরের স্থাবর সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি, হস্তান্তর এবং/বা বিলিব্যবস্থা করা থেকে এএইচএফএল/এএইচএফএল-এর অনুমোদিত আধিকারিককে বিরত করার কোনো আদেশ এবং/বা আদালতের নিষেধাজ্ঞা নেই।
৮. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল), সুরক্ষিত ঋণদাতার **www.aadharhousing.com** ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।
৯. নিলামে বিড বাড়ানোর অর্থমূল্যে হবে ₹১০,০০০/-।
১০. 'সংবাদপত্রে এই প্রকাশন এবং এখানে দেওয়া তথ্য সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তৈরি। এই বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে যে কোনও রূপে বা যে কোনও উপায়ে, মুদ্রিত, ডিজিটাল, ইলেকট্রনিক প্রকাশনা, ই-মেল বা ওয়েব প্রকাশন, অথবা অন্য যে কোনও মাধ্যমে যে কোনও প্রকারের পুনরুৎপাদন, বিতরণ, সম্প্রচার বা পুনঃপ্রকাশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। উপরোক্ত বিষয়বস্তুর যে কোনও অননুমোদিত ব্যবহার যে কোনও উপায়ে ব্যবহার করলে এএইচএফএল যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে।'

স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক
আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

স্থান: ব্যারাকপুর; **তারিখ:** ০৪.০৮.২০২৬

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

আরওএসএআরবি কেএমআর
৪, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: SARKOL@bankofbaroda.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার 'এ'

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও/বা ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**মেসার্স দাস গারমেন্টস প্রোপ্রাইটর: মিসেস বেবি দাস** ঠিকানা: ১৬/১/এইচ/২৬, বিপ্লবী বারীন সরণি, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা-৭০০০৬৭	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পৃথক মার্বেল ফিনিশড ফ্ল্যাট, যা বিল্ডিংয়ের ৩ নং ফ্লোরের সামনের দিকে অবস্থিত, এতে ২টি (দুটি) বেডরুম, ১টি (একটি) খোলা রান্নাঘর-সহ ডাইনিং, ২টি (দুটি) টয়লেট, ১টি (একটি) ব্যালকনি রয়েছে, যার পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৬৩৪ (ছশো চৌঁত্রিশ) বর্গফুট (এর মধ্যে ৩০% সুপার বিল্ট আপ এলাকা অন্তর্ভুক্ত) এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরের ছাদের নীচে সামান্য কমবেশি ১০০ (একশো) বর্গফুট কার্পেট এলাকার আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্পেস রয়েছে। এটি যে জমির ওপর নির্মিত, সেটি প্রেমিসেস নং ৩৪/১/৩, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, থানা- মানিকতলা, কলকাতা-৭০০০৬৭-তে অবস্থিত, এটি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে পড়ে, করদাতা নং ১১০১৪০৩০৫৮৩২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহের এক্তিয়ারাধীন, তৎসহ উপরোউক্ত প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ, ড্রেন পথ, প্লাম্বিং ও স্যানিটারি ফিটিংস এবং সংযোগের সাধারণ ব্যবহার, লিফ্টের সাধারণ ব্যবহার, উল্লম্ব ওভারহেড নীচের সাপোর্ট, ফিটিংস ও ফিক্সচার সহ, উক্ত ফ্ল্যাট ও গাড়ি পার্কিং স্পেসের আশেপাশে সমস্ত মূল ভার বহনকারী বিভাজনকারী ও সাধারণ দেওয়ালের এজমালি অধিকার এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্রবেশদ্বার বা যাতায়াতের পথ দিয়ে উক্ত ফ্ল্যাটে প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার এবং চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সহ ৪ নং ফ্লোরে অবস্থিত উক্ত ফ্ল্যাট এবং একতলায় অবস্থিত গাড়ি পার্কিং স্পেস।	₹২২,৮৭,৪৬০.৬৩ তৎসহ পুরো বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	০৮.০৯.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹২৯,২৭,০০০.০০ / ₹২,৯২,৭০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)
২.	**মেসার্স জে ডি গারমেন্টস প্রোপ্রাইটর: মিঃ জয়দেব দাস** ঠিকানা: ১৬/১/এইচ/২৬, বিপ্লবী বারীন সরণি, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা-৭০০০৬৭	প্রথম তফসিলে বর্ণিত জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে ২টি (দুটি) বেডরুম, ডাইনিং, রান্নাঘর, দুটি বাথ এবং প্রিভি নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ৭৬৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'সি১'-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১৬/২, মুরারি পুকুর রোড, বর্তমানে বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, থানা- মানিকতলা, ওয়ার্ড নং ১৪, শিয়ালদহ এডিএসআর-এর অধীন, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকাধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৬৭, পশ্চিমবঙ্গ, তৎসহ উক্ত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য পরিবর্তনশীল সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ, স্বত্ব, সকল সাধারণ এলাকা ও যৌথ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার।	₹২২,৮৭,৪৬০.৬৩ তৎসহ পুরো বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	০৮.০৯.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹৩৪,৬০,৫০০.০০ / ₹৩,৪৬,০৫০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)
৩.	**মেসার্স সুমন চাল আড়ত ঋণগ্রহীতা:** মিঃ মহঃ আমানুল্লা সাঁফুই, মেসার্স সুমন চাল আড়তের প্রোপ্রাইটর, নিবাস: দক্ষিণ বারাসত, বাংলামোড়, পিন-৭৪৩৩৭২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদার: মিসেস আঙ্গিনা সাঁফুই, স্বামী- আমানুল্লা সাঁফুই,** পদ্মেরহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৭২	দোতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ০৮ শতক বা ০৪ কাঠা ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- পদ্মেরহাট, জে এল নং ৭, তৌজি নং ১৫৬, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৬০৭, এল আর খতিয়ান নং ১৯১২, দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা- জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (দলিল মোতাবেক):** উত্তর- মোজারুল সাঁফুইয়ের জমি; দক্ষিণ- আনারুল সাঁফুইয়ের জমি; পূর্ব- আরশাদ মোল্লার জমি; পশ্চিম- পিডব্লুডি রাস্তা। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা (বাস্তবিক):** উত্তর- অন্যের সম্পত্তি; দক্ষিণ- ফাঁকা জমি; পূর্ব- অন্যের সম্পত্তি; পশ্চিম- পিডব্লুডি রাস্তা।	₹২০,৫৬,৭০৩.৬০ তৎসহ পুরো বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	০৮.০৯.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹২৯,৫২,০০০.০০ / ₹২,৯৫,২০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)
৪.	**মিঃ সৈয়দ তারিক হোসেন এবং মিসেস শাহিন ইসলাম** ৫০, ডেন্ট ভিশন রোড, খিদিরপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০২৩	'হাইল্যান্ডস গ্রিনস' নামক বহুতল আবাসনের ১৫ নং বিল্ডিংয়ের ১৪ নং ফ্লোরে ব্যালকনি সমেত সামান্য কমবেশি ৪৬৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৫৪৮ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৭১২ বর্গফুট) বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং '১৪এ১' (এখানে এর পরে 'উক্ত ফ্ল্যাট' রূপে উল্লিখিত), তৎসহ উক্ত আবাসনে 'জে৩০৮' নম্বরযুক্ত একটি ফোর-হুইলার কভার্ড পার্কিং স্পেসের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- মিরপুর, জে এল নং ৪২, খতিয়ান নং ৩, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১২, ৩৬-৪২, ১/৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৮-৫১, ৬০, ৭৭, ৩৭/১০২, ৩৮/১০৩, ৩৯/১০৪, ৪০/১০৬, ৪১/১০৭, ৪২/১০৮, ৪৫/১০৯, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন, প্রেমিসেস নং ১, নিউ বাটা রোড, বাটানগর, ওয়ার্ড নং ২৭, ২৮, থানা- মহেশতলা, পোঃঅঃ- বাটানগর, এডিএসআর- বেহালা, ডিএসআর- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তৎসহ উক্ত প্রেমিসেস সম্পর্কিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- নিউ বাটা রোড; দক্ষিণ- নুঙ্গি স্টেশন রোড এবং ১ নং গেট; পূর্ব- নিউ বাটা রোড; পশ্চিম- জলাশয় এবং জলাশয় সংলগ্ন ভূখণ্ড। **ফেজ ১এ জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- হাইল্যান্ড গ্রিনস টাওয়ার নং ৫, ৬, ৩৭ ও ৩৮; দক্ষিণ- হাইল্যান্ড গ্রিনস টাওয়ার নং ৮ এবং এমএলসিপি; পূর্ব- হাইল্যান্ড গ্রিনস টাওয়ার নং ৮, ৯, ১০, ১১, ১২; পশ্চিম- হাইল্যান্ড গ্রিনস টাওয়ার নং ২৮, ২৯, ৩০, ৩১।	₹২৩,৯৩,২৬৬.০০ তৎসহ পুরো বকেয়া পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ	০৮.০৯.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹২৪,৭৫,০০০.০০ / ₹২,৪৭,৫০০.০০ / ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** এবং অনলাইন নিলাম পোর্টাল **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ৮৩৩৫০০৫০৬৬।

তারিখ: ০৩.০৮.২০২৬ — **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা — **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**